সমকাল

তারিখ ... 10 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষার্থীদের বেতন ৩০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি নয়

■ বিশেষ প্রতিনিধি

অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (শিক্ষা) অনুমোদন নিয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বেতন (টিউশন ফি) সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক পরিপত্রে এ কথা জানানো হয়েছে। নতুন অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল চালুর প্রেক্ষাপটে বেসরকারি এমপিওভুক্ত, আংশিক এমপিওভুক্ত এবং এমপিওবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) বেতন ও টিউশন ফি বৃদ্ধির বিষয়ে এ পরিপত্র ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

শিক্ষার্থীদের বেতন ৩০ শতাংশের

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

করা হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ ও নন-এমপিও শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নির্ধারণের বিষয়েও পরিপত্রে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পরিপত্রে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সক্ষমতা বিবেচনায় নিতে হবে। তবে কোনো অবস্থাতেই ছাত্রছাত্রীদের বেতন ৩০ শতাংশের বেশি বাড়ানো যাবে না। তা ছাড়া সংস্থাপন ব্যয় বাবদ ভর্তি নীতিমালায় বর্ণিত সেশনচার্জ ও উন্নয়ন ফির অতিরিক্ত কোনো অর্থ আদায় করা যাবে না। শুধু ঘাটতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো ঘাটতি মেটাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ ভর্তি ফি ও টিউশন ফি বৃদ্ধির মাধ্যমে নিতে পারবে। অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশসহ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে দেবেন বলে পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি পরীক্ষা করে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার যথাযথ মনে হলে তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (শিক্ষা) কাছে উপস্থাপন করবেন। অনুমোদন হলে ওই বিদ্যালয়ের ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

অভিভাবকরা বলছেন, এ পরিপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বেতন ও ফি বৃদ্ধির বিষয়টি বৈধতা দিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সরকারের দুর্বল তদারকির জন্য পরিপত্রের সুযোগ নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বেচ্ছাচারিতা এখন আরও বাড়বে। অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু সমকালকে বলেন, বছরের মাঝামাঝি এসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এখন এ ধরনের বেতন বাড়ানোর সুযোগ দেওয়ার মানে কী? অভিভাবকরা এতে বাড়তি চাপের মুখে পড়বেন। তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ৩০ শতাংশ বেতন বাড়াতে পারবে, তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু কত থেকে ৩০ শতাংশ? সেটা কেন বলা হলো না? নতুন এই পরিপত্রের কারণে শিক্ষার বাণিজ্যায়ন আরও বাড়বে বলে মনে করেন তিনি।

গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামোর গেজেট জারি করে সরকার। গত বছরের জুলাই থেকেই নতুন পে স্কেল কার্যকর হয়। একই সময় থেকে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরাও নতুন বেতন কাঠামোর সুবিধা পান। এর প্রেক্ষাপটে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের বেতন, টিউশন ফি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। গতকালের পরিপত্রে অবশ্য বলা হয়েছে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন পে স্কেল চালুর পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি এমপিওভুক্ত, আংশিক এমপিওভুক্ত এবং এমপিওবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অস্বাভাবিক বেতন ও টিউশন ফি বৃদ্ধি করে যাচ্ছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

শিক্ষক নিয়োগ ও বেতন নির্ধারণে নির্দেশনা : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা জনবল কাঠামো অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে জানিয়ে পরিপত্রে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া কোনো শ্রেণি শাখা বৃদ্ধি করা যাবে না। শ্রেণি শাখার অনুমোদন না থাকলে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বৈধ হবে না। অনুমোদন ছাড়া নিয়োগ করা শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো বেতন বা ফি আদায় করা যাবে না।

এতে বলা হয়, শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা জনবল কাঠামোতে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সরকারি বেতন-ভাতার অংশের বাইরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাড়তি ভাতা দিতে চাইলে তার পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারিত হবে যেন একজন শিক্ষকের মোট প্রাপ্তি কোনোভাবেই একই স্কেলভুক্ত সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মোট প্রাপ্তির বেশি না হয়। আরও বলা হয়েছে, একজন নন-এমপিও শিক্ষকের বেতন-ভাতার মোট পরিমাণ কোনোভাবেই সমস্কেলের একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষকের বেতনের চেয়ে বেশি হবে না।